00273

POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGALA HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2013

एम.टी.टी.-003 : बांग्ला-हिन्दी के विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में अनुवाद

समय : 3 घंटे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : *सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।*

1. नाटक का अनुवाद करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। 20

अथवा

अनुवाद करते समय होने वाली भूलों से कैसे बचा जा सकता है, बांग्ला और हिंदी के संदर्भ में उदाहरण सहित समझाइए।

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों के हिंदी पर्याय लिखें : 5

এমনি	আপাতত	লাগ্নিকারী	মসৃণ
ভুবন	বাতাস	নিরাপত্তা	
কপাল	মাঠ	আর্থিক বছর	

3. निम्नलिखित हिंदी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : 5

इच्छा	प्रसिद्ध	दुख	उपयोग
जहाँ-तहाँ	प्रदुषण	शिल्पकार	कचरा
स्वच्छता	कर्मचारी		

4. नीचे दिए गए शब्दों का बांग्ला और हिंदी में अर्थ बताते हुए हिंदी और बांग्ला में उनका प्रयोग करें। 20

दरबार	विरक्त	घर	अवस्था
गुलाम	अभिमान	अर्थ	भावना
स्वतंत्र	हिस्सा		

5. निम्नलिखित में से **किन्हीं चार** का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4x10=40

(a) মারা গেলেন ? ননীঠাকুর্দা ? অ্যাঁ।

বিভূতি যেন চমকেই উঠলো। অথচ চমকাবার কথা নিশ্চয়ই নয়।

দ্বিজপদ দাঁত বার করে বললো, বড্ড যেন চমকালি মনে হলো বিভূতি ? বড্ড অকালে মারা গেল লোকটা তাই আক্ষেপ হচ্ছে ! আহা চুকচুক।

বিভূতি নিজেকে সামলে নিলো। বললো, আরে থামতো ! চমকালাম আচমকা শুনে। ননীঠাকুর্দা যে কোনোদিন দেহ রাখবেন তা মাথাতেই আসতো না। মনে হতো যেমন চন্দ্র সূর্য আকাশ বাতাস আছে, থাকবে, তেমনি ঠাকুর্দা বুড়োও আছে, থাকবে।

আহাহা । ভালো বলেছিস ! হ্যা হ্যা হ্যা ! কত বয়েস হয়েছিল তোর ঠাকুর্দার ?

'আমার' আবার কী ? বিভূতি বিরক্ত হয়, পাড়াতুতো ঠাকুর্দা তোরও যা আমারও তা।

তোকে একটু বেশী পেয়ার করতো, তাই !

সেটা গ্রামে বরাবর থাকি না বলে।

সে তো অনেকেই থাকে না। সবাই তো 'দুর্বাসা' বলে। কত হয়েছিল তুই জানিস না ? ওরা তো বলছিল একশো।

আরে না না ! ভূতি পিসির কাছে পাকা খবর, বিরানব্বুই।

আহা ! মাত্তর বিরানব্বুই ? তা হলে তো বলতেই হয় অকালমৃত্যু!

দ্বিজপদ সব দাঁত কটা বার করে বলে, কিন্তু তোর মুখ দেখে যেন মনে হচ্ছে বিভূতি, বড্ড শোক লেগেছে। নে চল চল। গামছা নিতে ভুলে যাচ্ছিস তো ? সাধে বলছি খুব ধাক্কা খেয়েছিস। হ্যা হ্যা হ্যা।

থাম ! মেলা বকবক করিস না।

বলে বিভূতি বাড়িতে বলে গামছা নিয়ে বেরিয়ে আসে।

কখন গেলেন ?

ভগবান জানে মাঝরাত্তিরে না শেষ রাত্তিরে। সন্ধ্যেবেলা তো দেবু ইস্টিশন থেকে আসার সময় দেখেছিল বুড়ো দাওয়ায় বসে আছে।... কবরেজ জ্যাঠা নাড়ি দেখে বলল, 'অনেকক্ষণ ফিনিস।' তার মানে শনিবারের রাতের মড়া হলো আর কি !

আঃ ! তোদের যত সব ইয়ে। শনিবারে মরলে হয়টা কী ?

(b) চিত্রভানু মজুমদারের পিতা-মাতা দু'জনেই ছিলেন শিল্পী। পিতৃব্য কমলকুমার মজুমদার ছিলেন সাহিত্যিক। চিত্রভানুর জন্ম (1956) প্যারিসে, তাঁর শৈশবের অনেকটাই তিনি ফ্রান্সে কাটিয়েছেন এবং তাঁর মা নিজেও জন্মসূত্রে ফরাসি ছিলেন। আবার শিল্পশিক্ষার পাঠ তিনি নিয়েছেন কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজে। তাঁর শিল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় এই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সূত্র থেকে আহরিত নানা উপাদান।

তিনি কিছু বস্তুসজ্জা, আলো ও শব্দ প্রক্ষেপণ ইত্যাদির সমন্বয়ে রচনা করেছেন তাঁর শিল্প। কিন্তু যেসব বিভিন্ন বস্তু -- আপাতদৃষ্টিতে যেগুলি একেবারেই ভিন্ন -- সমন্বিত করে তাঁর এই রচনাগুলি নির্মিত, তার ব্যঞ্জনা সেই উপাদানগুলির থেকে একেবারেই ভিন্ন।

কমলকুমার মজুমদার বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারা এনেছিলেন, যেটির রচনাশৈলী ইংরেজি স্ট্রিম অফ কনশাসনেস ধারার অনুসারী। মানুষের মনে প্রতিনিয়ত একটির পর একটি চিন্তা রেখাপাত করে, তার কোনওটি সম্পূর্ণ, কোনওটি অসম্পূর্ণ, সেগুলি পরস্পর সম্পর্কিত না হয়েও পাশাপাশি বর্তমান। এই দুই ধারার রচনাকারই তাঁদের লেখায় মানুষের মনের সেই বিভিন্ন চিন্তা, নিজের সঙ্গে নিজের কথোপকথন, টুকরো টুকরো ছবি, বিবৃত করেছেন। চিত্রভানুর প্রদর্শনী, বিশেষ করে তাঁর নিজস্ব স্টুডিওতে প্রদর্শিত রচনাগুলি, এমনই চিন্তাভাবনা, কথোপকথনের টুকরো টুকরো ছবি, পরস্পরের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কিত না হয়েও পাশাপাশি বর্তমান।

ইউরোপে একই সময়ে জাত বিভিন্ন শিল্প-সংগীত-সাহিত্যের ধারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফ্রান্সে ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা যখন

(c) ভারতীয় প্রতিরক্ষা একটা নির্ভরযোগ্য সাফল্য অর্জন করল অগ্নি-5 সফলভাবে উৎক্ষেপণ করে। 5000 কিলোমিটার পাল্লার, এক টন বহনক্ষমতা যুক্ত এই আই সি বি এম বা আন্তঃ-মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল (আই সি বি এম-এর ন্যূনতম পাল্লা অবশ্য 5500 কিলোমিটার বলেই ধরার রীতি রয়েছে)

ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র-সামর্থ্য সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করেছে।

এই ধরনের মিসাইলের ভূমিকা মূলত শক্তি প্রদর্শন। যুদ্ধপরিস্থিতিতে তা ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকলেও প্রকৃত অর্থে সে কাজটি করা হবে এমনটা কেউ মনে করে না। দূর থেকে পেশি দেখানোর মতো এই ক্ষেপণাস্ত্র-আস্ফালন যুদ্ধপরিস্থিতি চরম পর্যায়ে পৌঁছতে দেয় না, প্রত্যাঘাত আসতে পারে এমন আশঙ্কা উভয় পক্ষকেই চাপের মুখে রাখে।

ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রথমেই যে দু'টি দেশের কথা ওঠে, তারা তার সীমান্তপারের প্রতিবেশী, পাকিস্তান ও চিন। উভয় দেশের সঙ্গেই ভারত সীমান্ত-সংক্রান্ত গোলযোগে জড়িয়ে রয়েছে।

উল্লেখ্য, সংবাদপত্রগুলিতে যেভাবেই পরিবেশিত হোক, চিন বা পাকিস্তান কোনও দেশই এ নিয়ে কোনও বিরূপ মন্তব্য করেনি। কারণ, ভারতের কর্মকাণ্ডের কিছুই গোপন ছিল না। পাকিস্তান প্রায় নীরব থেকেছে। চিন স্বাগত জানিয়েছে আই সি বি এম ক্ষমতাধর ক্লাবে ভারতের অন্তর্ভুক্তির কথা তুলে। চিন ইতিপূর্বেই 11000 -15000 কিলোমিটার পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত করেছে। ভারত ও চিন ছাড়া আর যে ক'টি দেশের এই সামর্থ্য আছে সেগুলি হল, আমেরিকা, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স (এবং, কারও কারও অনুমানে ইজরায়েল)। আমাদের দেশে ইন্টিগ্রেটেড মিসাইল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল 1983 তে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কালাম ছিলেন সেই উদ্যোগের অন্যতম প্রধান। অগ্নি-5-এর উৎক্ষেপণ উপলক্ষ করে কালাম স্মরণ করেছেন 1983 তে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা

গাঁধীর প্রেরণা। তিনি কালামকে প্রশ্ন করেছিলেন, মানচিত্রে একটা অঞ্চল দেখিয়ে- 'এই ল্যাবরেটরি কবে এমন ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করতে পারবে যা ওখানে গিয়ে পৌঁছবে!' কালাম স্মরণ করেছেন, ওই বিন্দুটা ছিল

(d) 'শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ (2 এপ্রিল 2012) প্রসঙ্গে এই চিঠি। শিশুশ্রম হল দারিদ্রের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। চরম দারিদ্র নামক ব্যাধি যতদিন সমাজে থাকবে, ততদিনই শিশুশ্রম থাকবে। দারিদ্র দূরীকরণ না হলে শিশু-শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া সম্ভব নয়। সরকার দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি ঘোষণা করেই চলে, কিন্তু কাজ হয় না ! 'গরিবি হটাও' স্লোগান তো চল্লিশ বছরের পুরনো স্লোগান। কিন্তু এতে কাজ হয়েছি কি ? তারও কারণ আছে। সমাজ-ব্যবস্থায় শোষণের ও মুনাফার অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকবে, আর দারিদ্র দূর হয়ে যাবে এমন ভাবাই অনেকটা সোনার পাথরবাটির মতো ! এরই মধ্যে হয়তো কয়েকটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে মাত্র। তাও হয় না সদিচ্ছার অভাবে। একশো দিনের কাজ প্রকল্পে পুরো কাজ কেন করানো যায় না- এমন প্রশ্ন বর্তমান পত্রলেখক একবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জনৈক গ্রাম-পঞ্চায়েত সচিবকে করেছিল। উত্তরটি ছিল যে, এই প্রকল্পের জন্য এতসব হিসেবের খাতাপত্র রাখতে হয় যে, পঞ্চায়েতের কর্তাব্যক্তিরা মাথা ঘামাতে চান না!

পড়াশোনা বা খেলাধুলো করার বয়সে কাজ করতে হচ্ছে, তার চেয়েও শিশুশ্রম আমাদের পীড়িত করে কারণ, অপরিণত শরীরে তারা তুলনামূলক

ভারী কাজ করে। শুধু শিশুশ্রম কেন, আমাদের এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশে রুগ্‌ণ-অক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকেও যেভাবে কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে হয় বেঁচে থাকার জন্য, সামান্য রুজি রোজগারের তাগিদে, সেটিও কম পীড়ার বিষয় নয়। সমাজে আর্থিক বৈষম্য যেভাবে বাড়ছে, তাতে ভবিষ্যতে এই পীড়াউদ্রেককারী শ্রমিক (শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক) সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না। শিশুশ্রম আমাদের পীড়িত করে ঠিকই, কিন্তু এর সমাধান করতে গেলে চাই আরও গভীর পদক্ষেপ। তা করতে কি আমরা প্রস্তুত!

মৃগেন্দ্রনাথ গাঁতাইত

(e) এই সময়টায় ছাদে ভেজা জামাকাপড় মেলতে ওঠে চম্পাকলি। আর এই সময়টাতেই ছোকরাটা একটা সাইকেলে বাড়ির চারপাশে চক্কর খায়। চোখ প্রায় সর্বদাই ছাদের দিকে। কবে হুড়মুড় করে নর্দমায় পড়ে, কি ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খায়, কে বলতে পারে! এ সময়টায় চম্পাকলির সাজগোজ থাকে না, মাথার খোঁপা ভেঙে পড়ে আছে ঘাড়ে, শাড়ি গাছকোমর করে পরা, মুখে কোনও রূপটান নেই। এ হল হাড়ভাঙা কাজের সময়। এখন কি সাজতে আছে! কিন্তু ছোঁড়াটা তাকেই দেখতে আসে রোজ, এটা বুঝতে বিএ-এমএ পাশ করতে হয় না।

চম্পার যে ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগে, এমন নয়। যদিও সে বিবাহিতা এবং মোটামুটি সুখী একজন বউ, তবু বাড়তি পাওনা তো কখনও ফ্যালনা হয় না। দেখছে তো দেখুক না, বাড়াবাড়ি না করলেই হল।

কাপড় মেলে ক্লিপ লাগিয়ে একটু রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াল চম্পা। আহা বেচারা রোজ এত কষ্ট করে, তাকে একটু প্রসাদ না দিলে হয় ? তবে নীচের দিকে তাকায় না সে। যেন উদাস দৃষ্টিতে দিগন্তের শোভা দেখছে এমনভাবে রেলিংয়ে কনুই রেখে চেয়ে থাকে। দু'মিনিটের বেশি নয়। ফের নীচে নেমে কত কাজ !

চম্পাকলি দেখতে কেমন ? নিজের মুখে চম্পা তা বলে কেমন করে ? তবে ছেলেবেলায় তাকে সবাই ফুটফুটে বলত। বড় হয়ে শুনতে পায়, অ্যাট্রাকটিভ সেক্সি, রোম্যান্টিক, লাবণ্যময়ী। হয়তো খুব সুন্দরীর পর্যায়ে সে নয়, কিন্তু রাস্তাঘাটে পুরুষরা বেশ তাকায়। ল্যা-ল্যা করেই তাকায়।

ছোকরা বোধহয় সাইকেলে তাকে সাত পাকের জায়গায় সতেরো পাক দিয়ে ফেলল! হ্যাংলাও হয় বটে পুরুষগুলো। মনে মনে হেসে চম্পাকলি ছাদ থেকে দোতলায় নেমে এল। এই তার সংসার। তিনখানা বড় বেডরুম, বেশ বড়সড় হলঘরের মতো, তার অর্ধেকটা বুককেস দিয়ে আড়াল করা আলাদা বৈঠকখানা, বাকিটা লিভিংরুম। শ্বশুর, শাশুড়ি আর তারা দু'জন। ননদের বিয়ে হয়ে এখন ইন্দোনেশিয়ায়। চম্পাকলির রাজত্ব মোটামুটি বিঘ্নহীন।

লিভিংরুমে চল্লিশ ইঞ্চির এলসিডি টিভি খোলা। একটু তফাতে চেয়ারে বসে আছেন শাশুড়ি। সারাদিন টিভি দেখার নেশা। সঙ্গে পান আর স্পেশাল দোক্তা! একটু ভারভাস্তিক মানুষ, বেশ পুরু করে সিঁদুর পরেন সিঁথিতে, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। পরনে পাটভাঙা শাড়ি, যেন এখনই বেরোবেন। কিন্তু বেরোতে বিশেষ পছন্দ করেন না। সিরিয়াল

দেখতেই বেশি ভালবাসেন। সন্ধেবেলা দেখা সিরিয়ালের পুনরাবৃত্তি এই দিনের বেলাতেও দেখতেই হবে তাঁকে। চম্পাকলির তাতে আপত্তি নেই। কারণ, ওই খেলনায় মজে থাকেন বলে সংসারের ভালমন্দে বিশেষ নাক গলান না।

শ্বশুরমশাই বাজারে। আর বাজার মানেই তাঁর মুক্তি। সকাল আটটায় বেরিয়ে বাড়ি ফিরতে সেই এগারোটা। পথে একটা চায়ের দোকানের আড্ডা আছে, একটা কাপড়ের দোকানেও খানিক সময় কাটান। মাছ বাজার, সবজি বাজারেও বিস্তর পুরনো চেনাজানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। নিষ্কর্মা লোক, আর করারই বা কী আছে?

6. নিম্নলিखित में से **किसी एक** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : 10

(a) গজাধর বাবু ने कमरे में जमा सामान पर एक नजर दौड़ाई-दो बक्स, डोलची, बाल्टी- 'यह डिब्बा कैसा है गनेशी?' उन्होंने पूछा। गनेशी बिस्तर बाँधता हुआ, कुछ गर्व, कुछ दु:ख, कुछ लज्जा से बोला, 'घर वाली ने साथ कुछ बेसन के लड्डू रख दिये हैं। कहा, बाबू जी को पसन्द थे, अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पायेंगे?' घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेही, आदरमय, सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था।

'कभी-कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहियेगा।' गनेशी बिस्तर में रस्सी बाँधता हुआ बोला।

'कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गनेशी! इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो।'

गनेशी ने अँगोछे के छोर से आँखें पोंछीं, 'अब

आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता?'

गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा, जिसमें उन्होंने कितने ही वर्ष बिताये थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आँगन में रोपे पौधे भी जान-पहचान के लोग ले गये थे और जगह-जगह मिट्टी बिखरी हुई थी, पर पत्नी, बाल-बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया।

गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। पैंतीस साल की नैकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी, जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था।

(b)

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कार्यालय, पश्चिमी खंड 7, रामकृष्णपुरम-सैक्टर-1, नई दिल्ली-110066 प्रस्ताव के लिए अनुरोध

बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीआई) के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान 1) शिल्प आधारित संसाधन केंद्रों की स्थापना और 2) कच्चे माल बैंक की स्थापना के लिए पात्र संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय निदेशक अथवा संबंधित हस्तशिल्प विपणन एंव सेवा विस्तार केन्द्र/कालीन बुनाई प्रशिक्षण सेवा केन्द्र/क्षेत्रीय प्रशासनिक कक्ष को भेज सकते हैं।

प्रस्तावों को भेजने की अंतिम तिथि 12 जून, 2012 है।

नोट : प्रस्तावों की संवीक्षा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदंडों पर आधारित होगी।

स्कीम के विवरण, पात्रता, वित्तीय सहायता, क्षेत्रिय कार्यालयों/फील्ड कार्यालयों के पतों सहित क्रियाकलापों के विस्तार क्षेत्र सहित सभी जानकारियों के लिए कृपया वेबसाइट www.handicrafts.nic.in देखें।

अथवा

नजदीकी विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के क्षेत्रिय अथवा हस्तशिल्प विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्रों/कालीन बुनाई प्रशिक्षण सेवा केंद्र/क्षेत्रिय प्रशासनिक कक्ष जा सकते हैं।